

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

26869 - রমজান মাসে একজন মুসলমিরে জন্য প্রস্তুতাবতি রুটিন

প্রশ্ন

প্রশ্ন : প্রথমত আমি মাহে রমজান মাস উপলক্ষ্যে আপনাদেরকে অভিনিন্দন জানাচ্ছি। আশা করছি- আল্লাহ যেনে আমাদের ও আপনাদেরে সিয়াম ও ক্বিয়াম কবুল করে নেন। আশা করছি- আমি রমজানরে এই সুযোগকে সাধ্যানুযায়ী ইবাদতরে মধ্যত্রে ও সওয়াব হাছলিে কাজে লাগাব। তাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা আমার ও আমার পরবিাররে জন্য উপযোগী একটি প্রোগ্রাম উপস্থাপন করুন, যাত্রে আমরা এই মাসটি ভালো আমল ও আল্লাহর আনুগত্যরে মাধ্যমত্রে কাজে লাগাত্রে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তাআলা সকলরে সৎ কথা ও কাজ কবুল করুন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যত্রে আমাদেরকে ইখলাস (একনষ্টিতা) দান করুন।

এটি এই মুবারক মাসে একজন মুসলমিরে জন্য প্রস্তুতাবতি রুটিন :

রমজান মাসে একজন মুসলমিরে সারাদনি :

একজন মুসলমি তাঁর দনি শুরু করবে ফজররে সালাতরে আগত্রে সহেরৌ গ্রহণরে মাধ্যমত্রে। উত্তম হচ্ছত্রে যদি রাতরে শেষে সময় পর্যন্ত বলিম্ব করে সহেরৌ গ্রহণ করা যায়। আযানরে আগত্রে তনি ফজররে সালাতরে জন্য প্রস্তুত নিবিনে। বাসা হত্রে ওজু করে আযানরে আগত্রে মসজদিে যাবনে। মসজদিে প্রবেশে করে প্রথমত্রে ‘তাহয়িয়াতুল মসজদি’ দুই রাকাত সালাত আদায় করবনে। এরপর মুয়াজ্জনি আযান দেয়ার আগ পর্যন্ত বসে বসে দেয়াদরুদ, কুরআন তলিাওয়াত বা যকিরি আযকারে মশগুল থাকবনে। আযান দলিে মুয়াজ্জনিরে সাথে সাথে আযানরে বাক্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করবনে। আযান সমাপ্ত হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্রে বরণতি দুআপাঠ করবনে। এরপর ফজররে দুই রাকাত সুন্নত নামায আদায় করবনে।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তারপর ফরজ সালাত দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত যকিরি, দুআ ও কুরআন তলিাওয়াতে মনোনবিশে করবনে। “সালাতরে জন্য অপক্ষেমাণ ব্যক্তিসালাতহে রয়ছেনে”। [ বুখারী (৬৪৭) ও মুসলমি (৬৪৯)]

জামাতরে সাথে সালাত আদায় শষে, সালাম ফরিনার পর তনি শরয়িত নরিদশেতি দুআসমূহ পাঠ করবনে। এরপর চাইলে সূর্যদেয় পর্যন্ত মসজদি থেকে যকিরি, কুরআন তলিাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকবনে। এটি করতে পারলে ভাল। ফজরে পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আমল করতনে। এরপর সূর্যদেয়ের পর সূর্য কছুটা উপরে উঠলে এবং উদয়নরে পর ১৫ মনিটরে মত অতকিরান্ত হলে তনি চাইলে সালাতুদ দোহা তথা চাশ্তরে নামায (সর্বনমিন দুই রাকাত) আদায় করবনে। এটি ভাল। আর চাইলে কছুটা দরৌ করে এই নামায পড়ার উত্তম সময়ে নামাযটি পড়তে পারনে। উত্তম সময় হলো- সূর্য আরো উপরে উঠলে এবং রদেরে প্রখরতা বাড়লে। এই সময়ে নামাযটি পড়তে পারলে আরো ভাল। [মুসলমি (৭৪৮), তরিমযী (৫৮৬)] এরপর কর্মস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতস্বরূপ কছু সময় ঘুমতে চাইলে এই ঘুমরে দ্বারা ইবাদত ও রযিকি অব্ষেণরে নমিত্তে শক্তি অর্জনরে নিয়ত করবনে। যাতে আল্লাহ চাহতে এ ঘুমরেমাধ্যমে সওয়াব পতে পারনে। ইসলামী শরয়িত যসেব কথা ও কাজকে ঘুমরে আদব হিসেবে নরিধারণ করছে সগেলো পালনে যত্নবান হওয়া উচিত। এরপর তনি তার কর্মস্থলে যাবনে। যোহররে নামাযরে ওয়াক্ত নকিটে এলে যথাসম্ভব শীঘ্রই আযানরে আগে অথবা আযানরে পরপরই মসজদি হায়রি হবনে। নামাযরে জন্য আগে থকেহে প্রস্তুত হয়ে থাকবনে। এরপর তনি ২ সালামে যোহররে ৪ রাকাত সুননত নামায আদায় করবনে। এরপর কুরআন তলিাওয়াতে মনোনবিশে করবনে যতক্ষণ পর্যন্ত না জামাত শুরু হয়। এরপর জামাতরে সাথে সালাত আদায় করবনে। জামাতরে পর যোহররে ২ রাকাত সুননত নামায আদায় করবনে। সালাত আদায় শষে তার ডিউটির বাকী অংশ সম্পন্ন করবনে। ডিউটি শষে তনি বাসায় ফরি আসবনে। যদি আসররে সালাতরে পূর্বে লম্বা সময় বাকি থাকে তাহলে কছু সময় বশিরাম নবনে। আর যদি ঘুমানোর মত বশেসময় বাকি না থাকে এবং ঘুমিয়ে পড়লে আসররে সালাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করনে তাহলে নামাযরে ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত কোন কাজে ব্যস্ত থাকবনে। যমেন- বাসার লোকজনরে জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কনিতবোজারে যাওয়া নতুবা কর্মস্থল থকে ফরি সোজা মসজদি চলে যাবনে এবং আসররে সালাত পর্যন্ত মসজদি অবস্থান করবনে। আসররে পর একজন মানুষ তার নিজরে অবস্থা বিবেচনা করবে। তনি যদি মসজদি বসে কুরআন তলিাওয়াতে নিয়োজিত থাকার মত শক্তি পান তাহলে এটা এক মহান সুযোগ। আর যদি তনি ক্লান্তি বোধ করনে তবে এ সময়ে বশিরাম নবনে; যাতে রাত্তে তারাবীর নামাযরে জন্য প্রস্তুত নিতে পারনে। মাগরবিরে আযানরে আগে তনি ইফতাররে জন্য প্রস্তুত নবনে। এই মুহূর্তগুলোকে তনি যকোন ভালো কাজে ব্যয় করবনে। যমেন- কুরআন তলিাওয়াত করা, দুআ করা, অথবা পরবির ও সন্তানদরে নিয়ে ভাল কনো কথা আলোচনা করা। এ সময়রে সবচয়ে ভাল কাজ হল - রয়োদারদরেইফতার করনোতে অংশ নওয়া। হয়তো তাদের জন্য খাবার কনি দেয়ার মাধ্যমে অথবা তা বতিরণ করার মাধ্যমে অথবা এর ব্যবস্থাপনা করার মাধ্যমে। এই আমলরে মধ্যে অপরসীম আনন্দ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রয়ছে। এটা তিনিহি জাননে যিনি নিজি এ আমল করছেন।

ইফতারের পর তিনি জামাতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবেন। এরপর দুই রাকাত মাগরিবের সুননত সালাত আদায় করবেন। বাসায় ফিরে তিনি প্রয়োজনমত খাদ্যগ্রহণ করবেন। অতিরিক্ত খাবেন না। এরপর এই সময়কে তার নিজের জন্য ও তার পরিবারের জন্য কল্যাণকর কোন পন্থায় ব্যয় করবেন। যমেন - কোন কাহিনীর বই পড়া, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হুকুম আহকামের কোন বই পড়া, প্রতিযোগিতার বই পড়া, বই কোন আলাপ আলোচনায় রত থাকা অথবা অন্য যেকোন আকর্ষণীয় কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা এবং এগুলোর মাধ্যমে মডিয়ার সম্প্রচারিত হারাম অনুষ্ঠান থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে বরিত রাখা। কারণ চ্যানলেগুলোর জন্য এটি পকে আওয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই আপনি দেখবেন এ সময় তারা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। যে অনুষ্ঠানগুলো আক্বীদা বনিষ্টকারী ও আখলাক বনিষ্টকারী বিষয়াদিতে ভরপুর থাকে।

প্রিয় ভাই, এসব অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করুন এবং আপনার অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। যাদের ব্যাপারে কয়ামাতের দিন আপনি প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। সদিনের প্রশ্নের জবাব দায়ের জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এরপর এশার সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিন এবং মসজিদে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। মসজিদে গিয়ে কুরআন তলিওয়াতে মশগুল হোন। অথবা মসজিদে কোন ইলমী আলোচনা অনুষ্ঠান থাকলে তা শুনুন। এরপর এশার সালাত আদায় করুন। অতঃপর ২ রাকাত এশার সুননত নামায আদায় করুন। এরপর ইমামের পছিনে তারাবির নামায খুশু (আল্লাহর ভয়), তাদাব্বুর (অনুধাবন), তাফাক্কুর (চিন্তাভাবনা) এর সাথে আদায় করুন। ইমাম নামায শেষ করার আগে আপনি নামায ছেড়ে চলে যাবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

" " إِنْهُ مِنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ " . رواه أبو داود (1370) وغيره ، وصححه الألباني في " صلاة التراويح " (ص 15)

“ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত যেকোন ব্যক্তির সাথে নামায আদায় করবে তার জন্য পুরো রাত নামায পড়ার সওয়াব লিখে দেয়া হবে।” [হাদিসটি আবু দাউদ (নং ১৩৭০) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সংকলন করছেন। আলবানী সালাতু তারাবীহ অধ্যায়ে হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে চহিনতি করছেন]

সালাতু তারাবীর পর আপনি আপনার নিজস্ব ব্যতবিস্তার সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রোগ্রাম তৈরি করে নিন। এক্ষেত্রে নমিনলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

- সমস্ত হারাম থেকে এবং হারামের আহ্বায়ক বিষয়বস্তু থেকে বরিত থাকুন।
- আপনার বাসার সদস্যদেরকে হারাম থেকে ও হারামের যাবতীয় উপকরণ থেকে কৌশলে বরিত রাখুন। যমেন-তাদরে জন্য বিশেষে কোন প্রোগ্রাম তৈরি করুন। অথবা তাদরে নিয়ে শরয়িত অনুমোদিত স্থানে ঘুরতে বের হোন। তাদরেরকে অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখুন। তাদরে জন্য সৎ সাহচর্যেরে অনুসন্ধান করুন।
- কম ফজলিতপূর্ণ বিষয়েরে পরবির্তে বেশি ফজলিতপূর্ণ আমলে মশগুল হওয়া।

আগে আগে বছিিনায় যতে চেষ্টা করুন। ইসলামী শরয়িত যসেব কথা ও কাজকে ঘুমরে আদব হিসেবে নির্ধারণ করছে সেগুলো পালনে যত্নবান হবনে। ঘুমরে আগে যদি কিছু কুরআন তলোওয়াত বা ভাল কোন বইয়েরে কিছু অংশ পড়তে পারনে তবে তা ভাল। বিশেষে করে আপনি যদি কুরআন থেকে আপনার দনৈন্দনি পাঠ্য (ওয়াজীফাহ) শেষে না-করে থাকনে তবে তা সম্পন্ন না করে ঘুমাবনে না। এরপর সহেরীর আগে যথেষ্ট সময় নিয়ে ঘুম থেকে উঠুন। যাতে দুআতে ব্যস্ত হতে পারনে। কারণ এই সময় - রাতের শেষে তৃতীয়াংশ - আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে থাকনে। আল্লাহ তাআলা এ সময়ে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রশংসা করছেন। এ সময়ে দুআকারীদের দুআ কবুলরে এবং তওবাকারীদের তওবা কবুলরে ওয়াদা করছেন। তাই এই মহা সুযোগটি আপনার হাতছাড়া করা উচিত হবনে না।

জুমাবার:

জুমাবার সপ্তাহেরে দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। তাই এই দিনেরে ইবাদত ও আনুগত্যেরে জন্য বিশেষপ্রোগ্রাম থাকা উচিত। এক্ষেত্রে নমিনরে বিষয়গুলো খয়োল রাখা দরকার :

# জুমার সালাতে উপস্থিতি হওয়ার জন্য আগে আগে বেরে হওয়া।

# আসররে সালাতেরে পর মসজিদে অবস্থান করা এবং এ দিনেরে শেষে মুহূর্ত পর্যন্ত তলিওয়াত ও দুআতে ব্যস্ত থাকা। কারণ এ সময়ে দুআ কবুল হওয়ার আশা করা হয়।

# সপ্তাহেরে মাঝে যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারনে তা সম্পন্ন করতে এই দিনকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। যমেন কুরআনের সাপ্তাহিক পাঠ্য (ওয়াজীফাহ) বা কোন বই পাঠ অথবা ক্যাসটে শনো অথবা এ জাতীয় কোন ভাল কাজেরে কিছু অসম্পন্ন থাকলে এদিনে তা সম্পন্ন করুন।

শেষে দশক:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রমজানরে শেষে দশকে আছে লাইলাতুল কদর (ভাগ্য রজনী)। য়ে রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। তাই এই দশকে মসজিদে ইতকিফ করার বধিান এসছে। লাইলাতুল ক্বদর পাওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে ইতকিফ করছেন। সুতরাং যার ইতকিফ করার সুযোগ রয়েছে তার জানা উচতি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এক মহান করুণা। আর যার পুরো দশদিন ইতকিফ করার সুযোগ নহে তিনি য়ে কয়দিন পারনে ইতকিফ করতে পারনে। আর যার একবোরহে ইতকিফ করার সুযোগ নহে তিনি য়নে এ রাত্রিগিলাতে ইবাদত ও আনুগত্যরে মাধ্যমে কাটাতে সচেষ্ট হন। য়মেন কুরআন তলিওয়াত করা, যকিরি করা, দু'আ' করা। রাতজগে এসব আমল করার জন্য তিনি য়নে দিনরেবলো বশিরাম নয়িে প্রস্তুতি গ্রহণ করনে।

লক্ষণীয় কিছু বিষয় :

# এই রুটনি একটি প্রস্তুতাবতি রুটনি। এটি একটি পরবির্তনযোগ্য রুটনি। য়ে কডে তার ব্যতবিস্ততার আলকোকে এটি পরবির্তন করে নতিে পারনে।

# এই রুটনিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে প্রমাণতি সুননতসমূহ যথাযথভাবে পালনরে প্রতি গুরুত্ব দয়ো হয়ছে। এর মানে এই নয় য়ে, এতে উল্লেখতি সবকছুই ওয়াজবি বা ফরজ। বরং এতে অনকে সুননাহ ও মুস্তাহাব্ব কাজ রয়েছে।

# আল্লাহর কাছে সবচয়েে প্রয়ি হল সযে কাজ যা নিয়মতি করা হয় – তা অল্প হলও। রমজান মাসরে শুরুতে মানুষ আনুগত্য ও ইবাদতরে খুব য়োশ নয়িে সক্রয়ি থাকে। কিছুদিন পর নশ্ক্রয়ি হয়ে পড়ে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকুন এবং এই মহান মাসে পালনকৃত সমস্ত কাজ নিয়মতিভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট হউন।

# একজন মুসলমিরে উচতি এই মুবারক মাসে তার সময়রে সঠিকি ব্যবস্থাপনায় সচেষ্ট হওয়া। য়াতে করে কল্যাণ ও ভাল কাজে এগয়িে যাওয়ার বড় বড় সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে না য়য়। য়মেন– রমজান মাস শুরু হওয়ার আগহে পরবিররে সদস্যদরে প্রয়াজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কনিে দতিে সচেষ্ট হওয়া। একইভাবে দনৈকি প্রয়াজনীয় দ্রব্যাদি এমন সময়ে কনিতে সচেষ্ট হওয়া যখন বাজারে ভড়ি থাকে না। আরকেটি উদাহরণ হল: ব্যক্তগিত ও পারবিরকি দখো সাক্ষাতরে জন্য এমন রুটনি করে নয়ো য়াতে ইবাদতে বশিন না ঘটে।

# এই মুবারক মাসে বেশি বেশি ইবাদত করা ও আল্লাহর নকৈট্য লাভকে আপনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হসিবেে নরিধারণকরুন।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

# সালাতের নির্ধারিত সময়ের পূর্ববর্তী মসজিদে হাযরি হওয়ার ব্যাপারে মাসের শুরুতেই সন্ধিধান্ত গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলার কতিব তলিওয়াত খতম (সমাপ্ত) করার সন্ধিধান্ত ননি। এই মহান মাসে নিয়মিত ক্বিয়ামুল লাইল পালন করার সংকল্প করুন। স্বীয় সম্পদ থেকে সাধ্যানুপাতে দান করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতজ্ঞ হউন।

# এই রমজান মাসে আল্লাহ তাআলার কতিবের সাথে সম্পর্ক মজবুত করার সুযোগ গ্রহণ করুন। নমিনোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে হতে পারে:

-সঠিক উচ্চারণে কুরআন তলিওয়াত করা। ভাল একজন কুরআনের শিক্ষকের (ক্বারীর) নিকট কুরআন পড়া সংশোধন করে ন্যে। আর তা সম্ভব না হলে দক্ষ ক্বারীগণের তলিওয়াতের ক্বাসটে অনুসরণ করা।

-আল্লাহ আপনাকে যতটুকু কুরআন হফিজ করার তাওফিক দিয়েছেন তা রভিশিন দেওয়া এবং হফিজ করার পরমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

-কুরআনের আয়াতের তাফসীর পাঠ করা। এটা হতে পারে যে আয়াত বুঝতে আপনার সমস্যা হয় সে আয়াতের তাফসীর নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থগুলো (যমেন- তাফসীরে বাগাবী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ও তাফসীরে সা'দী) থেকে সটো জেনে নেওয়া। অথবা নির্দিষ্ট কোন তাফসীর গ্রন্থ থেকে নিয়মিত পড়ার জন্য রুটিন তরৈকিরে নেওয়া। প্রথমত আমপারা (পারা-৩০), তারপর তাবারাকা পারা (পারা-২৯) এভাবে পড়তে থাকবেন।

-আল্লাহ তাআলার কতিবের য়ে আদশোবলী পাওয়া যায় তা বাস্তবায়নে যত্নশীল হওয়া।

আমরা দু'আ' করছি য়াতে আল্লাহ তাআলা সিয়াম, ক্বিয়াম সম্পন্ন করার তাওফিক দানের মাধ্যমে আমাদের উপর রমজান মাস পাওয়ার নয়োমত পূর্ণ করে দেন। আমাদের পক্ষ থেকে তা ক্বুল করে নেন এবং আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেন।